সেই মনে পড়ে, জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন…"

—রবীন্দ্রনাথ।

—'তার' = আমগাছের। আমগাছটিকে দেখে উপেনের যেসব কথা মনে পড়ছে, আমগাছটির সঙ্গে তাদের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে অর্থাৎ গাছটির সূত্রে বিধৃত হ'য়ে আছে অবস্থা আর ঘটনাগুলি। গাছটিতে টান পড়তেই তারা সকলেই এসে পড়েছে Law of Association-এ। এখানে সাদৃশ্যের লেশও নাই—স্মরণোপমা অতএব অসম্ভব।

(ii) "শুধু যখন আশ্বিনেতে
ভোরে শিউলীবনে
শিশিরভেজা হাওয়া বেয়ে
ফুলের গন্ধ আসে
তখন কেন মায়ের কথা
আমার মনে ভাসে?"—রবীন্দ্রনাথ।

—উপমায় যে স্মৃতিটি এখানে জেগেছে, সেটি বড় সূক্ষ্ম, বড়ই অনির্ব্বচনীয়। মাতৃস্নেহ শিশিরভেজা হাওয়া বেয়ে আসা ফুলের গন্ধের মতো স্নিগ্ধ ও মধুর। মোটামুটি উপমার ধারাটি এই: মা ফুলের সঙ্গে উপমিত হয়েছেন; (স্নেহ) উপমিত হয়েছে গন্ধের সঙ্গে। গন্ধানুভূতি সন্তানের মনে মাতৃস্নেহের সুপ্ত সংস্কারকে স্মৃতির রূপে জাগিয়ে তুলেছে।

(iii) "বরষায় আজি কদম্বতনু জড়ায়েছে শ্যামালতা;
সহসা পড়িল মনে মোর বঁধু হারানো দিনের কথা:
এমনি করিয়া তোমার বক্ষে লুটায়ে রহিত যবে
এ তনুবল্লী কণ্ঠ তোমার বাঁধি বাহুপল্লবে!"—শ. চ.

(iv) "তন্বুর লাবণি সনে
দেখিয়াছি পড়ে মনে
হরিৎধান্যব্যাকুল গ্রামের সীমা,
কাননকণ্ঠলগ্না নদীর মনোহর ভঙ্গিমা।"—প্রেমেন্দ্র।

(v) 'চাপিয়া জননী যশোদার স্তন কচি দুটি মুঠিতলে,
বৃন্তে রাখিয়া টুকটুকে ঠোঁটদুটি,
স্তন্য ভুলিয়া হাসে শিশু আনমনে:

দূরাতীত এক জনমের স্মৃতি সহসা একটি পলে
উঠেছে ফুটিয়া তিমিরাবরণ টুটি—
এমনি করিয়া পাঞ্চজন্য বাজাইয়াছিনু কুরুসমরাঙ্গনে !'—শ. চ.

—একটি প্রাকৃত কবিতার অনুবাদ। যশোমতীর শুভ্র পীনস্তন মুঠিতলে চেপে তার বৃন্তে মুখ রেখে কৃষ্ণ সহজেই স্মরণ করেছেন কুরুক্ষেত্রে শুভ্র পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজানোর কথা। সাদৃশ্যটি স্পষ্ট নয়, প্রতীয়মান ; সৌন্দর্য্য এইখানে।

(vi) "পাখী তোর আন্‌চানানির চঞ্চলতার চম্‌কানিতে
কবেকার চোখদুটি কার ডাক দিয়ে যায় হাতছানিতে !
সে ছিল তোর মতনই মন্‌মোহিনী কৃষ্ণকলি"

—যতীন্দ্রমোহন।

—'পাখী'=ফিঙে। মনে পড়ার কথাটি এখানে ভাষায় প্রকাশিত নয় ; ব্যঞ্জনায় পাওয়া যাচ্ছে।

কতকটা এইরকম একটি শ্লোক সংস্কৃতে রয়েছে এবং এটিও স্মরণোপমার উদাহরণ :

"অরবিন্দমিদং বীক্ষ্য খেলৎ-খঞ্জনমঞ্জুলম্। স্মরামি বদনং তস্যাশ্চারুচঞ্চল-লোচনম্॥" এর অনুবাদ ক'রে দিচ্ছি, কারণ অনুবাদটি স্মরণোপমার বাঙলা উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা চলবে :

(vii) নৃত্যনিরতখঞ্জনযুত মঞ্জুল এই পঙ্কজদরশনে
চঞ্চল-আঁখিমণ্ডিত-চারু মুখখানি তার পড়িছে আমার মনে।

(viii) 'নিঠুরা হরিণী, কি শান্তি তোর
আমার বক্ষ টুটি ?
পারিবি কি দিতে আমার প্রিয়ার
ব্যাকুল নয়নদুটি ?'—শ. চ.

—এ উদাহরণেরও বৈশিষ্ট্য এই যে এতে স্মৃতিটি ব্যঞ্জনায় প্রতীয়মান।

['মেঘনাদবধ' কাব্যের ভূমিকায় দীননাথ স্মরণ অলঙ্কারের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করেছেন—

"সুরাসুরবৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতি-সুত যত
বিবাদিল দেবসহ সুধামধুহেতু।
মোহিনী মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।"

এখানে **স্মরণ অলঙ্কার হয় নাই**। উমাকে মোহিনীবেশে সাজিয়ে মদন

কে বলছেন, এ বেশে দেবী বেরুলে তাঁর রূপমাধু এমন উদাহরণ বাঙলা
(টা 'হিতে বিপরীত' ঘটিয়ে দেবে। পরেই বলছেন, সমুদ্র
দেবদৈত্যে যখন বিবাদ হয়, তখন বিষ্ণু মোহিনীবেশে মাঝে"
তাঁর সে মোহিনীবেশ দেখে দেবদৈত্য একটা তুমুল কাণ্ড ঘটিয়েছিল প্রভৃতিকে)।
পরে মদন আবার বলছেন, "স্মরিলে সে কথা, সতি, **হাসি আসে মু**
এখানে স্মরণ অলঙ্কারের লক্ষণ কই? মদন যদি বলতেন,— খে।

'নিরখি তোমারে, দেবি, এ মোহিনীবেশে,

মনে হ'ল মুরারির মোহিনী মূরতি' ইত্যাদি, **তবু স্মরণ হ'ত না**; কারণ উপমেয় উপমান দুইই মোহিনী মূর্ত্তি অর্থাৎ স্বজাতি। তবু জোর ক'রে যদি বলতাম বিষ্ণু পুরুষ, উমা নারী, অতএব মোহিনীবেশব্যাপারে একটু বিজাতীয় ভাব আছে বৈকি, তাহ'লে না হয় স্মরণের পক্ষে একটু ওকালতি করা যেত। মোটের উপর, **দীননাথবাবুর উদাহরণে স্মরণ অলঙ্কার নাই**।]

২। রূপক

বিষয়ের অপহ্নব না ক'রে তার উপর বিষয়ীর অভেদ আরোপ করলে **রূপক** অলঙ্কার হয়। া হওয়

(অপহ্নব=নিষেধ, অহ্' আমার মা=উপমান)

আরোপ শব্দটির অংকাজেই একে বোঝানো অসম্ভব। ভাবটা এই: একটি বস্তুর উপর অন্য একটিকে এমনভাবে স্থাপন করা, যাতে দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে আপনার রূপে রূপায়িত ক'রে তোলে। এই অনুরঞ্জনের ফলে দুটি বিজাতীয় বস্তুকে এক ব'লে কল্পনা হয়।

এর থেকে আমরা বলতে পারি—**স্বরূপে অর্থাৎ বস্তুগতভাবে উপমেয় উপমান বিভিন্ন হ'লেও তাদের অতিসাম্য দেখাবার জন্যই কাল্পনিক অভেদারোপের নাম রূপক**। সোজা কথায়, রূপকে উপমান উপমেয়কে গ্রাস করে না (যেমন করে অতিশয়োক্তিতে—**অতিশয়োক্তি** অলঙ্কার এই সূত্রে তুলনীয়)। **রূপক অভেদপ্রধান অলঙ্কার, ঠিক অভেদসর্ব্বস্ব নয়। উপমা অলঙ্কারে উপমেয়টি মূল্যবান্; কিন্তু রূপকে মূল্য বেশী উপমানের**। উপমান উপমেয়কে গ্রাস না করলেও আচ্ছন্ন করে।

উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যাক; কিন্তু সোজা পথে না গিয়ে, একটু বাঁকা পথ ধরি। মুখ আর চন্দ্রকে নিয়ে সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার রচনা করতে কত রকমে এদুটিকে সাজানো যায় দেখা যাক:

দূরাতীত এ‍ (২) মুখচন্দ্র, (৩) মুখ নয়, চন্দ্র, (৪) মুখ কৈতা

? আরও হয় কিন্তু তাদের নিয়ে বর্ত্তমানে প্রয়োজন এক

এমু তুলনা (**উপমা**)। দ্বিতীয়টির কথা শেষে বলব। তৃতীয়টিতে পর

—একটি স্বীকার বা অপহ্নব ক'রে তার জায়গায় উপমান চন্দ্রের কাল্পনিক প্রতিষ্ঠা চেপে (**অপহ্নুতি**)। চতুর্থটিতে মুখকে চন্দ্র ব'লে সংশয় (**উৎপ্রেক্ষা**)। পঞ্চমটিতে মুখ এবং চন্দ্র দুপক্ষেই সংশয় (**সন্দেহ**)। **দ্বিতীয়টিতে মুখই চন্দ্র** অর্থাৎ দুটি অভিন্ন এই কল্পনা। মুখচন্দ্র এখানে রূপককর্ম্মধারয় সমাস। এ সমাসের বৈশিষ্ট্য এই যে এতে উপমেয় উপমানের ভেদপ্রতীতি থাকে না এবং **ক্রিয়া-পদটি হয় উপমানের অনুগামী। এখন ক্রিয়া যার অনুগামী সে কর্ত্তা, কাজেই উপমানেরই প্রাধান্য।** উপমেয় অস্বীকৃত হবে না, কিন্তু থাকবে গৌণভাবে। এখানে **'কর্ত্তা'র অর্থ** কিন্তু Nominative Case নয়, **নিয়ন্তা**। যদি বলি 'মুখচন্দ্র চুমি', চুমি চন্দ্রের অনুগামী হ'ল কি? অর্থাৎ চাঁদকে কেউ চুম্বন করে? কিন্তু যদি বলি 'প্রিয়া, তব মুখচন্দ্র উদ্ভাসিল হৃদয় আমার', ক্রিয়া (উদ্ভাসিল) চাঁদের ঠিক অনুগত হয় এবং প্রমাণ ক'রে দেয় যে চাঁদ নিজের রূপে মুখকে রূপায়িত করেছে। ঠিক এমনটি হলেই হয় **রূপক অলঙ্কার**।

কারণ অশুব।

এইখানে একটা সাবধানতার বাণী ত হচ্ছে। যদি কোথাও দেখা যায় (দেখা যাওয়া অসম্ভব নয়) 'লেন এই পদ্ম করিয়া চুম্বন, আশিষিলা তাহারে জননী', এটিকে যেন ভুল বলা না হয়; কারণ 'মুখ চন্দ্রসম'-কেও সমাস করলে 'মুখচন্দ্র' হয়। এ মুখচন্দ্র **উপমিত কর্ম্মধারয়** সমাস; এ সমাসে উপমান উপমেয়ের ভেদপ্রতীতি থাকে এবং **ক্রিয়াপদ হয় উপমেয়ের অনুগামী**। উপমেয় মুখ চুম্বন করা স্বাভাবিক। **অলঙ্কার এখানে উপমা**।

কিন্তু যদি কেউ বলে **'মুখচন্দ্র হেরিলাম'**, তাহ'লে কি **অলঙ্কার** হবে? লোকে মুখও দেখে, চাঁদও দেখে অর্থাৎ আমাদের চোখের উপর আকর্ষণ মুখেরও আছে, চাঁদেরও আছে। কাজেই অলঙ্কার এখানে উপমাও হ'তে পারে, রূপকও হ'তে পারে; অথচ কোনোটিই নির্ব্বিবাদে হ'তে পারে না। বলতেই হবে এটি **উপমা-রূপকের সঙ্কর (সঙ্কর ও সংসৃষ্টি দ্রষ্টব্য)।**

মুখ এবং চন্দ্রকে পাঁচ রকমে সাজিয়েছি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে—কতকগুলি সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার থেকে রূপকের পার্থক্য দেখাতে। উপমা, অপহ্নুতি, উৎপ্রেক্ষা, সন্দেহ কোনোটিতেই আরোপের প্রশ্ন নাই। তাছাড়া, রূপকে বিষয় বা উপমেয়ের নিষেধ হয় না ব'লে অপহ্নুতির সঙ্গে এর মিল নাই। উপমায়

রূপমেয়-প্রাধান্য, রূপকে উপমান-প্রাধান্য। উৎপ্রেক্ষা এমন উদাহরণ বাঙলা আরোপমূলক।

[গোড়ায় ব'লে এসেছি—রূপক অভেদপ্রধান অলঙ্কার, ঠিক মাঝে"
কিন্তু অভেদপ্রাধান্যের পরিমাণ বা degree কতখানি, তা নিয়ে অ.পভৃতিকে)।
মতভেদ আছে। পাশ্চাত্য Metaphorএ অভেদের degree এত
আমাদের **অতিশয়োক্তি**, যাতে উপমানই সর্ব্বস্ব এবং উপমেয় উপমানে।
দ্বারা একেবারে গ্রস্ত হ'য়ে যায় (**অতিশয়োক্তি** দ্রষ্টব্য), সেই অতিশয়োক্তিও Metaphor ব'লে গণ্য হয় (অনেকে Metaphor-কে আমাদের রূপক বলেন, এ ধারণা ঠিক নয়)। "Pope Alexander desirous to **trouble the waters** of Italy, that he might **fish** the better"—Bacon : এটি পাশ্চাত্য মতে **Metaphor,** আমাদের মতে **অতিশয়োক্তি**। আবার আমাদের **সমাসোক্তিও Metaphor-এর সঙ্গে খানিকটা মেলে।** "I **bridle** my struggling Muse"—Addison : উপমেয় horse-কে উল্লেখ না ক'রে তার ব্যবহার Muse-এ আরোপ করায় এখানে আমাদের মতে **সমাসোক্তি**, ওদের Metaphor (**সমাসোক্তি** দ্রষ্টব্য)। সাহিত্যদর্পণে অভেদ বড় ব'লে স্বীকৃত না হওয়ায় উপমানপ্রাধান্যের degree কম হ'য়ে গেছে। 'মুখচন্দ্র দেখছি' আমার মতে খাঁটি রূপকের উদাহরণ নয়, একে উপমাও বলা চলে ; কাজেই একে উপমা ও রূপকের **সঙ্করও** বলা চলে (একথা আগেই বিচার ক'রে দেখিয়েছি)। কিন্তু এটিকে বিশ্বনাথ খাঁটি রূপক বলেছেন ("রূপকে 'মুখচন্দ্রং পশ্যামি' ইত্যাদৌ আরোপ্যমাণচন্দ্রাদেঃ **উপরঞ্জকতামাত্রং, ন তু প্রকৃতে দর্শনাদৌ উপযোগঃ**")। এর একটা কারণ আছে। বিশ্বনাথ **পরিণাম** নামে পৃথক্ **একটি** অলঙ্কার সসম্মানে স্বীকার করেছেন ; যাতে, তাঁর মতে, উপমেয়-উপমান একাত্ম ("**অন্বয়ঃ** তাদাত্ম্যেন")। কাব্যপ্রকাশে বলা হয়েছে, উপমেয়-উপমানের যে **অভেদ,** তারই নাম **রূপক** ("রূপকং স্যাৎ অভেদো য উপমানোপমেয়য়োঃ")। রূপকে অভেদকে পূর্ণভাবে স্বীকার করায় অর্থাৎ উপমেয়-উপমান একাত্ম ব'লে গ্রহণ করায়, **মম্মটভট্ট (কাব্যপ্রকাশকার) পরিণামকে পৃথক্ অলঙ্কার ব'লে মানেন নাই**। তাঁর মতে পরিণাম রূপকই। **অলঙ্কারসর্ব্বস্ব** (রুয্যককৃত) গ্রন্থে বলা হয়েছে, "উপমা এব তিরোভূতভেদা রূপকম্", এখানেও অভেদ বা উপমেয় উপমানের একাত্মতা। বিশ্বনাথ রূপককে অনেকটা **দুর্ব্বল** করেছেন এবং তার সৌন্দর্য্যের অনেকটা হানি করেছেন ব'লে আমার বিশ্বাস।

দূরাতীত এই অভেদের প্রশ্নকে সাবধানে এড়িয়ে গেছেন—"রূপক নিরপহ্নবে"।]

এই অলঙ্কারের পৃথক্ আলোচনা আমি করব না। এইখানে একটি চারটি কথা বলব; তবে **রূপক অলঙ্কার শেষ ক'রে এই টুকু পড়াই যুক্তিসঙ্গত। অপ্পয়দীক্ষিত** পরিণামের যে উদাহরণ দিয়েছেন, তা এই: "প্রসন্নেন দৃগব্জেন বীক্ষতে মদিরেক্ষণা" অর্থাৎ মদিরনয়না প্রসন্ন নয়নকমলের দ্বারা দর্শন করছেন। টীকায় আশাধর বলেছেন, 'কমল তো নিজে দেখতে পারে না, তাই সে নয়ন হ'য়ে দেখছে ("কমলং হি স্বয়ং দ্রষ্টুম্ অশক্তং নেত্ররূপং ভূত্বা পশ্যতি")। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে উপমান কমল উপমেয় নয়ন হ'য়ে যাচ্ছে—কবিপ্রসিদ্ধির বিপরীত, কতকটা **প্রতীপ অলঙ্কারের** মতন (**প্রতীপ** দ্রষ্টব্য)। পরিণাম যে প্রতীপের মতন একথা **জগন্নাথের রসগঙ্গাধরের** টীকায় **নাগেশভট্ট** বলেছেন: "উপমেয়-প্রতি-যোগিকাভেদঃ **পরিণামঃ প্রতীপবৎ**।" **বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে** বলেছেন, উপমান উপমেয়ের একাত্মরূপে **পরিণত** হয় ব'লে এর নাম পরিণাম। উপমেয়ের সঙ্গে উপমান একরকম কাজ করায় দুয়ের অভেদপ্রতীতির যে ধারার সৃষ্টি হয় তাই পরিণাম—এই হ'ল তর্কবাগীশ মহাশয়ের টীকা। দেখা যাচ্ছে অপ্পয়-বিশ্বনাথ পরিণামে তত্ত্বতঃ এক। তর্কবাগীশ একটা নতুন কথা যোগ করেছেন: **হওয়া বা করার অর্থযুক্ত ক্রিয়াপদের যোগ পরিণামে থাকে** ("ভবত্যর্থস্য করোত্যর্থস্য ধাতোঃ প্রয়োগঃ")। (হিমালয়ে) 'ওষধিগুলি বনেচর বনিতাসখাদের···সুরত-প্রদীপ হয়'—সাহিত্যদর্পণের অন্যতর উদাহরণ। ব্যাখ্যায় বিশ্বনাথ বলেছেন, প্রদীপ ওষধির সঙ্গে একাত্ম হওয়ায় প্রকৃতিবিষয়ে রতিক্রিয়ার অনুকূল অন্ধকারনাশ ক'রে উপকার করছে।

"এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্রসূর্য্যতারারূপে দীপে অহরহ।"—মেঘনাদবধ হ'তে গৃহীত দীননাথের এই উদাহরণটিতে 'পরিণাম' অলঙ্কার নাই। সাহিত্যদর্পণে প্রদীপ যেমন ওষধি হ'য়ে অন্ধকার নাশ করছে, এখানে তেমনি চন্দ্রসূর্য্যতারা বিধাতার হাসি হ'য়ে দীপ্তি পাচ্ছে না। এখানে হাসি (উপমেয়) চন্দ্রসূর্য্যতারা (উপমানে) পরিণত হয়েছে; উপমান উপমেয়ে পরিণত হয় নাই। তাছাড়া 'হওয়া' 'করা' বোঝায় এমন ক্রিয়ার অভাব রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের "আগ্রহে সমস্ত তার প্রাণমনকায়, একখানি বাহু হ'য়ে ধরিবারে ধায়"-তে **হ'য়ে** থাকা

ঐ আগেরই মতন ; কাজেই পরিণাম নয়। এমন উদাহরণ বাঙলা সাহিত্যে প্রচুর আছে :

(i) "**তোমাদেরে** তবে **বাঁশরী করিয়া বাজাইব** বনমাঝে"

—কালিদাস (তোমাদেরে = ললিতা প্রভৃতিকে)।

(ii) "**ফুলগুলো ধায় ফড়িঙ্ হ'য়ে** উড়নফুলের রূপ ধ'রে"

—সত্যেন্দ্রনাথ।

(iii) "তিলে তিলে **আমি তব মৃত্যু হবো, নিঃশেষ করিব** তোমা !"

—বুদ্ধদেব।

এইজাতীয় উদাহরণগুলিকে **রূপক** ব'লেই ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু বিদ্যাপতির **"রাহু মেঘ ভএ গরসল সূর", পরিণাম** অলঙ্কারের উদাহরণ। হিমালয়ে ওষধিরা স্বয়ং দীপ্তিমান্, (জোনাকী পোকার মতন phosphoric উপাদান থাকায়), প্রদীপ ওদের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে অন্ধকারনাশে ওদেরই উপকারী হয়েছে। এখানেও তেমনি মেঘ সূর্য্য গ্রাস করে ; উপমান রাহু উপমেয় মেঘের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে সূর্য্যগ্রাসের ব্যাপারে মেঘেরই উপকারী হয়েছে। (ভএ = হ'য়ে ; সূর = সূর্য্য)। ঠিক এমনি নিখুঁত উদাহরণ বাঙলায় খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে, আমি পাই নাই।]

রূপকের প্রকারভেদ : (ক) **নিরঙ্গ**, (খ) **সাঙ্গ** এবং (গ) **পরম্পরিত**। **নিরঙ্গ** আবার দুরকম—**কেবল** এবং **মালা**।

২। (ক) নিরঙ্গরূপক

(I) **কেবল** (**একটি** বিষয় বা উপমেয়ের **উপর একটি** বিষয়ী বা উপমানের আরোপ) :

(i) "**আত্মগ্লানির তুষানল** আজ তাহাকে আর তেমন করিয়া **দগ্ধ** করিতেছিল না।" —শরৎচন্দ্র।

—উপমেয় (বিষয়) 'আত্মগ্লানি', উপমান (বিষয়ী) 'তুষানল'। **'দগ্ধ' পদটি উপমানের অনুগামী**—আত্মগ্লানি দগ্ধ করে না, দগ্ধ করে তুষানল। উপমানই প্রাধান্য লাভ করেছে এবং উপমেয়কে **অপহ্নব** (অস্বীকার, নিষেধ) না ক'রে গৌণভাবে রেখে দিয়েছে। 'দগ্ধ' কথাটি আমাদের মনকে সবলে আকর্ষণ করায় আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে 'তুষানল'-এ, 'আত্মগ্লানি'-তে নয়। উপমান উপমেয়কে একেবারে **গ্রাস** ক'রে ফেলে নাই ; কিন্তু আচ্ছন্ন করেছে অর্থাৎ বহুলাংশে আপনরূপে রূপায়িত করেছে। উপমান প্রাধান্য লাভ

করায় উপমেয় উপমান **সমমূল্য** হ'তে পারে নাই। উপমেয় উপমান স হ'লে হ'ত **উপমা** অলঙ্কার। উপমান উপমেয়কে **অপহ্নব** অর্থাৎ অ করলে অলঙ্কার হ'ত **অপহ্নুতি**। উপমান উপমেয়কে **গ্রাস** ক'রে হ'ত **অতিশয়োক্তি** অলঙ্কার। আমাদের উদাহরণে উপমেয় উপমানে রূপ ধ'রে কাজ করছে—আত্মগ্লানি হুযানলের রূপ ধ'রে দগ্ধ করছে। এই কারণে অলঙ্কার **রূপক**। পরের উদাহরণগুলিও এইভাবে বিশ্লেষণ ক'রে বুঝে নিতে হবে : 'হুস্তর', 'ফুটে', 'বুনি', 'ফুটায়', 'বিঁধিতে', 'পার', 'বুনিছে', 'বিকসিত', 'মাড়িয়ে চলে'—প্রত্যেকটি **উপমানের অনুগত** হওয়ায় **রূপক** সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(ii) **"লজ্জার বারিধিও** আজ ততটা **হুস্তর** বলিয়া বোধ হইল না।"
—শরৎচন্দ্র।

(iii) **"শিশুফুলগুলি** তোমারে ঘেরিয়া **ফুটে"** —যতীন্দ্রমোহন।
(তোমারে = বঙ্গবধূকে)

(iv) "আসল কথাটা চাপা দিতে, ভাই,
কাব্যের জাল বুনি" —যতীন্দ্রনাথ।

(v) **"ফুটায়** মনে কি মন্তরে **খুসীর শতদল"** —সত্যেন্দ্রনাথ।

(vi) **"নয়নকটাখে বিষম বিশিখে**
পরাণ **বিঁধিতে** চায়।" —গোবিন্দদাস।
(বিশিখে = শরে)

(vii) **"বিরহপয়োধি পার** কিয়ে পাওয়ব" —বিদ্যাপতি।

(viii) ,"বসি কবিগণ
সোনার **উপমাসূত্রে বুনিছে** বসন।" —রবীন্দ্রনাথ।

(ix) **"বিকসিত** বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার" —রবীন্দ্রনাথ।

(x) **"যৌবনেরি মৌবনে** সে **মাড়িয়ে চলে** ফুলগুলি "
—মোহিতলাল।

(xi) "ব্যথিত ধরার হৃৎপিণ্ডটি
আমি যে রক্তজবা।" —সত্যেন্দ্রনাথ।

উপরের উদাহরণগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায় : (১) **শিশুফুল, বিরহপয়োধি** এবং **উপমাসূত্র**—এই তিনটিতে উপমেয়-উপমান সমাসবদ্ধ।